খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 15 ❑ 27 Jun, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

থানায় তালা মেরে দেওয়ার নিদান বিজেপি'র সাংগঠনিক জেলা সভাপতির

উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে থানার দ্বারস্থ ভোটার

প্রতিনিধি ঃ কর্মীদের নিয়ে সভায় উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেছে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল। এমনই অভিযোগে

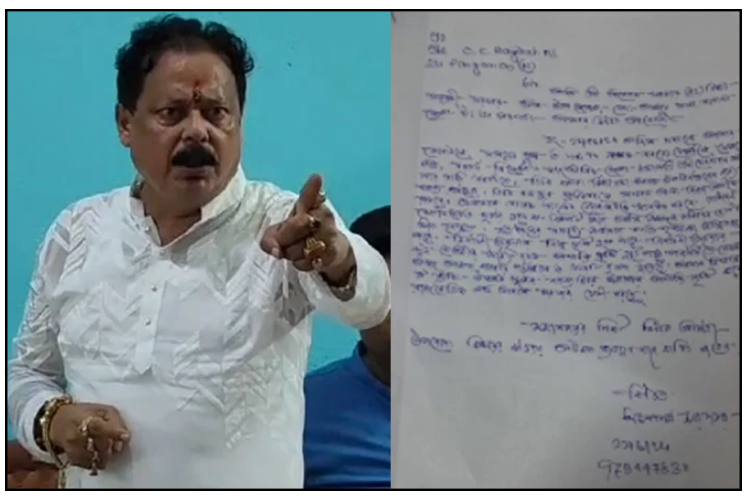

এনে শনিবার রাতে বাগদা থানার দারস্থ হল হেলেঞ্চার এক বাসিন্দা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আগামী ১০ তারিখ বাগদার উপনির্বাচন। সে উপলক্ষে বাগদার বিজেপি প্রার্থী বিনয় কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে শুক্রবার হেলেঞ্চা একটা সভা হয়েছিল। সেই সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবদাস বাবু ভোট লুট করতে আসলে তিন হাত লম্বা ডান্ডা দিয়ে হাঁটুর মালাইচাকী ভেঙে দেওয়া ও বাগদা থানায় তালা মেরে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। তার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বাগদার হেলেঞ্চার বাসিন্দা অশোক সর্দার। অভিযোগে তিনি লিখেছেন, দেবদাস মন্ডল উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি করে রাজনৈতিক লাভ আদায় করার চেষ্টা করছেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এবিষয়ে দেবদাস মন্ডল বলেন, উনি সাধারণ লোক নন, তৃণমূলের লোক। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুট করতে গিয়েছিল তৃণমূল, সে সময় বাগদার মানুষ যা করেছিল আমি, সেই কথায় বলেছি।' এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, শান্তিপূর্ণ বাগদাকে অশান্ত করবার চেষ্টা করছে কিছু অসামাজিক লোকজন। সেখানে বাগদার সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে।

উপনির্বাচনের জয় হলে যোগ্যতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ আগামী ১০ জুলাই বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যের কয়েকজন নেতা মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এর দায়িত্বে রয়েছে কনিয়াড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ও কনিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত।

রবিবার দুপুরে কনিয়াড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রানিহাটি উচ্চ বিদ্যালয় একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তিনি বুথ স্তরের নেতৃত্বদের লোকসভা নির্বাচনের তথ্য তুলে ধরতে বলেন। হারের কারণ জানতে চান। তারপরে তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জয় লাভের পর কর্মীদের যোগ্যতা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, হাজার চেষ্টা করেও লাভ নেই। বাগদার মানুষ তৃণমূলকে হারাবেই। পাশাপাশি সেদিন বিকেলে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু হেলেঞ্চা হাই স্কুল ও গাড়াপোতা হাই স্কুলে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে দুটি সভা করেন।

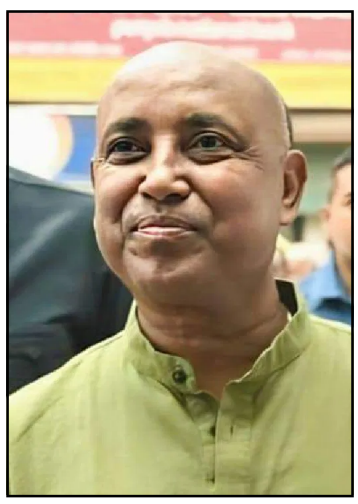

খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ। ছবি গুগুল।

ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি

প্রতিনিধি ঃ ছেলে ধরা নিয়ে গুজব ঠেকাতে মানুষকে সচেতন করতে পুলিশের পক্ষ থেকে লাগাতার প্রচার শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একের পর এক যুবক যুবতীদের ধরে মারধরের ঘটনা ঘটলো বনগাঁ মহকুমায়। শনিবার রাতে প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপল্লী এলাকায়। রবিবার সকালে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বেড়ি গোপালপুর এলাকায়। ঘটনার পর থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে বনগাঁ পুলিশ জেলা জুড়ে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে বনগাঁ থানার ঠাকুরপল্লী এলাকায় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় লোকেরা। তাঁর কাছে পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে অসংলগ্ন কথা বলে বলে অভিযোগ। এরপরই তাকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে এখনো তার চিকিৎসা চলছে। ওই ঘটনায় পুলিশ রবিবার বিকেল পর্যন্ত তাপস ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ দত্ত নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাশাপাশি এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ গাইঘাটা থানার বেড়ি গোপালপুর এলাকায় এক যুবক বাড়িতে চাল ভিক্ষে করতে আসলে এলাকার লোকজন তাকে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করে। তাকে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের সামনেই তাকে আর এক প্রস্থ মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে উদ্ধার করে গাইঘাটা থানায় নিয়ে এসেছে।

তৃতীয় পাতায়...

ড্রাগের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ড্রাগ সেবনের ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বারাসাত পুলিশ জেলার অধীনস্থ দত্তপুকুর থানা কর্তৃপক্ষ। ড্রাগের নেশা সর্বনাশা— এই বিষয়টি

সাধারণ মানুষজনকে বোঝাতে এবং নেশাখোরদের বিভিন্ন প্রকার নেশা করা থেকে বিরত থাকতে দত্তপুকুর থানা জেলার বিভিন্ন নাট্যদল ও মুকাভিনয় শিল্পীদের কাজে লাগাচ্ছে।

দত্তপুকুর থানার আহ্বানে গত ২৬ জুন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের মূকাভিনয় শিল্পীগণ দত্তপুকুর থানা এলেকার বিভিন্ন জনবহুল এলেকায় মূকাভিনয় এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালান। একাডেমির কর্ণধার মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, এদিন তারা 'নতুন জীবন' শীর্ষক ড্রাগ বিরোধী নাটিকা পরিবেশনের মাধ্যমে সচেতনতার প্রয়াস চালিয়েছেন। এলেকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন দত্তপুকুর থানা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

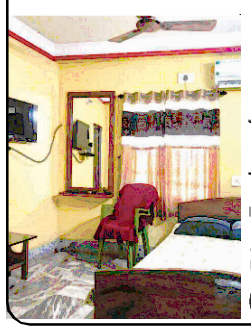

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❒ সংখ্যা ১৫ ❒ ২৭ জুন, ২০২৪ ❒ বৃহস্পতিবার

ফুটপাতের কড়চা

ফুটপাত। একটা শব্দ। এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মরণ-বাঁচন, রুটি-রুজি, জীবন-জীবিকা। বর্তমান সময়ে এই শব্দটি নিয়ে উত্তাল বঙ্গীয় রাজনীতি। পায়ে হাঁটা মানুষদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য তৈরী হয়েছিল ফুটপাত। মরণ-বাঁচনের সমস্যাকে উপেক্ষা করে জীবন-জীবিকার তাগিদে সেই ফুটপাত আজ হকারদের (স্থায়ী- অস্থায়ী) দখলে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহানগর থেকে শুরু করে মফস্বল শহরের ফুটপাত খালি করতে সদা তৎপর পুলিশ প্রশাসন থেকে পৌরসভা। হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ফুটপাত খালি করতে এত তৎপর কেন? মানুষের রুটি-রুজিতে কোপ মারা তো মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য নয়। তাহলে কী? ফুটপাত খালি করার বিষয়ে সুলুক সন্ধানে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য কথা। তোলাবাজী! ফুটপাতে বসার জন্য বা সেখানে টিনের ছাউনি দেওয়ার জন্য হকারদের দিতে হয়েছে আলাদা আলাদা রেট। তার উপর রোজকার তোলা তো দিতেই হয়। স্থানীয় নেতাদের রোজকার তোলা, প্রতিদিন হিসাবে ইলেকট্রিক বিল, ফুটপাতের কথিত মালিকদের মাসিক ভাড়া দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত টাকাতে চলে হকারদের দিন গুজরান। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান হয়। খাবার তুলে দিতে পারে নিজের পরিবারের মুখে। উৎসবে আনন্দে হাসি ফোটে ছেলে মেয়ের মুখে। সেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কী এবার অভুক্ত থাকবে? এটাই কী মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য, না কী অন্য কিছু? লোকসভা ভোটের সময়ে বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের দলের লোকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এনেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশ্য কী স্থানীয় স্তরের নেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করে সামনের পৌরসভা নির্বাচনের পথ মসৃণ করা, না কী ফুটপাতের হকারদের উপর স্থানীয় পৌরকর বসিয়ে 'শূণ্য' রাজকোষে কিছু রসদ জোগানো, না কী ফুটপাত খালি করে হকার উচ্ছেদের নামে কিছু মানুষকে অভুক্ত রাখা! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। মূল উদ্দেশ্য কী, সবই জানে ভবিতব্য।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল।

এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার !

এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা, পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

মানসম্মান

"ও দ্দা, খবর শুনেছো, এবারে আমাদের দলে বেজিলের থেকে স্টাকার আসতেছে। ওদের এবার এক্কেবারে দিয়ে দেব।", বলে এক হাতের তালুতে অন্য হাত দিয়ে সজরে ঘুসি মারে। পান্থর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিষ্টু। এতক্ষণে পান্থ বুঝে ফেলেছে বিষ্টু বলতে চাইছে মোহনবাগান দলে ব্রাজিলের স্ট্রাইকার আসছে এবং এবার ইস্টবেঙ্গলকে দুরমুশ করা হবে।

বিষ্টুর পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা হাফহাতা গেঞ্জি। গলায় গামছা। প্রত্যেক অঞ্চলেই এইরকম দু'একজন খ্যাপাটে মানুষ থাকে। বয়সে পান্থর কাছাকাছি হলেও সে পান্থকে দাদা বলেই সম্বোধন করে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি শক্তসমর্থ চেহারা। সবাই তাকে বিষ্টুখ্যাপা বলে ডাকে। শহরে সব অঞ্চলেই তার আনাগোনা। ছোট-বড় বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের মানুষের সঙ্গে তার হৃদ্যতা। আসলে এই কপট হৃদ্যতার আড়ালে সকলেই তাকে একটু ক্ষেপিয়ে মজা নেয়, যদিও বিষ্টুও হাসিমুখে সেগুলো উপভোগ করে এবং নিজে মজা করে। কট্টর মোহনবাগান সাপোর্টার। যেদিন মোহনবাগানের খেলা থাকে, সেদিন অন্য সব কাজ ভুলে সারাদিন যাকে সামনে পায় তাকেই, ... আজ আমাদের খেলা আছে, এই খবর দিতে থাকে। খেলায় মোহনবাগান জিতলে বিষ্টু 'ব্রেক মারে'। ব্রেক শব্দটি এসেছে একসময় সিনেমায় মিঠুন জমানার ব্রেক ড্যান্স থেকে। আনন্দে দুহাতে তালি মেরে সে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়ে, সবাই ওই ভঙ্গি দেখে বেশ মজা পায়। এই ব্রেক মারার জন্যই বিষ্টু বেশ বিখ্যাত। পাড়ায়, বাজারে সকলে তাকে ডাকে, চা বিস্কুট খাওয়ায়, কিন্তু শর্ত একটাই 'ব্রেক মারতে' হবে। বিষ্টু হাসিমুখে সেসব করে।

যদিও সে কারোর কাছে ভিক্ষা করে না। চেনাজানা কারও সাথে দেখা হলে সে মাঝে মধ্যে আবদার করে, " ও দ্দা, একটা চা খাওয়াও না! চায়ের সঙ্গে একটা বিস্কুট ফাউ হিসেবে পেলে সে আরো খুশি। বিয়ে থা করেনি। ছোট ভাইয়ের সংসারেই থাকে। আলাভোলা দাদাকে ভাই, ভাইবউ, ভাইপোরা খুব একটা হতচ্ছেদ্দা করে না। খাওয়া পরা চলে যায়। তবে বিষ্টু যে একেবারে কিছুই করে না তা কিন্তু নয়। মাঝেমধ্যে দেখা যায় সে ঘুরে ঘুরে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। কখনওবা বয়াম ভর্তি লজেন্স নিয়ে কোর্ট চত্বরে ফেরি করতে দেখা যায়। কখনো কিছুদিনের জন্য কোন হোটেলে টিউবওয়েল থেকে বালতি করে খাবার জল এনে দেওয়া এসব কাজও করে। তবে যাই করুক না কেন, তার কাজের ফাঁকে তাকে মাঝেমধ্যে মানুষের অনুরোধে 'ব্রেক মারতে' হয়। তাতে করে বার কয়েক চা বিস্কুট হয়ে যায়। মোহনবাগানের খেলা থাকলে সে দিন বিষ্টু কোনও কাজই করে না। সারাদিন টিভির দোকানের সামনেই ঘোরাঘুরি করে, অবশ্য 'ব্রেক মারা' বন্ধ থাকে না। খেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতবার হয় তার হিসাব নেই। মোহনবাগান জিতলে তার চিৎকারে শহর কাঁপে। আবার মোহনবাগান হারলে বিষ্টুকে রাস্তায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতেও দেখা গেছে।

নাম বিষ্টু হলেও সে প্রচন্ড শিব ভক্ত। প্রতিবছর চৈত্র মাসে সে দত্তপুলিয়ার দিকে এক গ্রামে তার মামার বাড়ি চলে যায়। সেখানে নাকি সে গাজনের সন্ন্যাসী হয়। এক মাস ধরে শহরের মানুষ বিষ্টুকে খুঁজে বেড়ায়। বিষ্টুর অবর্তমানে শহরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তারপর হঠাৎ একদিন তার উদয় হয় এবং সে সবাইকে গাজনের নানা অলৌকিক গল্প শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পান্থর কাছে সে একবার একটা ডমরুর আবেদন করল। পান্থ কিনে দিয়েছিল। এটা কেন লাগবে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, শিব সাজার জন্য লাগবে। এইরকম ভাবে কারো কাছ থেকে সে একটা ত্রিশূল জোগাড় করেছে। বাঘছাল প্রিন্টের একটা লুঙি তার আছে। দুর্গা পুজোর সময় বিভিন্ন ক্লাব বিসর্জনের শোভাযাত্রা করে। সেখানে মাঝেমধ্যে বিষ্টুকে শিব ঠাকুরের বেশে দেখা যায়।

চলবে...

ঠাকুরনগরে সাড়ম্বরে কলাভূমির যোগ দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ শরীর ও মন সুস্থ্য না থাকলে কোন কাজই মনযোগ সহকারে করা সম্ভবপর নয়। তাই নিয়মিত যোগ চর্চা কর এবং সুস্থ থাকো। এই আহ্বানকে সামনে রেখে গত ২১ জুন ১০ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঠাকুরনগর কলাভূমি।

বিশ্ব যোগ দিবসের সকালে কলাভূমির কর্নধার বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিক এর উদ্যোগে সংস্থার ছোট বড় নৃত্যশিল্পীগণ যোগ চর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহন করে। কৃষ্ণ বনিক বলেন, প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট যোগ চর্চা করলে শরীর সুস্থ্য থাকে। নৃত্যকলা চর্চাতেও মনযোগ থাকে। পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। শ্রী বনিক আরোও জানান, এবছর সারা বিশ্বের ২৩০ টি দেশে যোগদিবস পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে। এদিনের যোগ দিবসে উপস্থিত সংস্থার সদস্য নৃত্য শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বামুন মানুষদের কথা ও আমাদের দায়

অজয় মজুমদার

ব্যারাকপুর স্টেশনের প্লাটফর্ম দিয়ে একটি বেঁটে মুসলমান মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। আমরা অপেক্ষা করছি প্রথমা এক্সপ্রেসের জন্য। এটি কলকাতা ঝাঁসি ধরার জন্য। আমরা যাব কানপুর। লোকটিকে দেখার প্রবল আগ্রহ ছিল কিন্তু দেখতে পেলাম না। মনটা একটু খারাপই হল। কারণ এরই মধ্যে ট্রেন এসে গেল। রিজার্ভ কামরাতে নির্ধারিত সিটে বসলাম। ঘন্টা খানেক ট্রেন চলার পর লোকটি দেখা করতে এলো আমার কামরায় আমার পাশের সিটে বসা এক বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে। আমিও হাতে চাঁদ পেলাম। পরিচয় করলাম। বাংলা একদমই জানে না। অরিজিনাল বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। ও হাত বাড়িয়ে দিল মেলাবার জন্য। ও বলল-- "বলুন আপনার কি প্রশ্ন ! "ওর নাম ঠিকানা আমার পকেট ডায়েরীতে নিজে হাতে লিখে দিল ইংরাজিতে একেবারে ফরফর করে। বেশ পাকা লেখা। নাম ইবরার আলম। বয়স ৫২। খড়দহে থাকে। ধর্মীয় জলসায় অনুষ্ঠান পরিচালনা বা অ্যাংকারিং করে। এটাই তার পেশা। তার স্ত্রীও তার মতোই বামন। কিন্তু প্রকৃতির কী খেলা, তাদের দুটি সন্তানই স্বাভাবিক উচ্চতা সম্পন্ন। আলমের সাত ভাই। দুই ভাই বামন। বাকি পাঁচজনই স্বাভাবিক উচ্চতার। আলমের বাবা মা স্বাভাবিক। আলমের

ছোট ভাই সার্কাসের ক্লাউন বা জোকার। আমার গবেষণার কাজে আলম সাহায্য করবে বলে কথা দিল। দুজনের ফোন নাম্বারই আদান-প্রদান হল।

কী করেছিল ওরা! প্রকৃতির খেয়ালে কিছু মানুষ সাধারণের মতো শারীরিক উচ্চতা পেল না। সেজন্যে ওদের সামাজিক অবমাননা, উপেক্ষা, গুরুত্বহীনতা। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মর্যাদাটুকুও তাঁরা পায় না। স্কুল ও কলেজে তারা হাস্যকর উপাদান। দূর থেকে হেঁটে আসতে দেখলেই সাধারণের হাসি আর ধরে না। অথচ এই মানুষটির মস্তিষ্ক আর পাঁচজনের মতো সুস্থ স্বাভাবিক। কর্মজীবনে নৈপুন্যতায় ভরপুর। এই হাসির খোরাকে পরিণত করবার জন্য এক সময়ে সার্কাসের জোকার পদেও তাদের নিয়োগ করা হতো। যাদের ধ্বস্ত জীবনের মাঝে হাসানোই পেশা হয়ে গেল। সঙ্গে বেশ কিছু খেলার অনুশীলন করতে করতে জোকারের পাশাপাশি সার্কাসের প্লেয়ার বা মাস্টারজি তৈরি হল। কারো বা সংসার হল— কারো বা হলো না। তার মধ্যেই বাধা-বিপত্তি। টানা-পোড়েন যুক্ত জীবনে নিজস্ব কোন সাংস্কৃতিক ধারা স্থান পায়নি। মূল স্রোতের স্বাভাবিক উচ্চতায় মানুষদের তাচ্ছিল্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এরা কখন যেন প্রান্তিক মানুষ হয়ে গেছে। আমার স্কুলের সেই মেয়েটি, যাকে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াবার সময় আবিষ্কার করেছিলাম। মেয়েটির বাবাকে ডেকে বলেছিলাম পিজি হাসপাতালে এন্ডোক্রিনোলজি (Endocrinology) বিভাগে দেখাবার জন্য। প্রথমে মাথা নাড়লেও সে ভাবে কোন চিকিৎসা হয়নি। কেন এমন হ,য় এ'বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আমাদের মস্তিষ্কে পিটুইটারি নামে একটি এন্ডোক্রিন গ্রন্থি থাকে। এন্ডো কথার অর্থ অন্ত: এবং ক্রিনো বা ক্রিন কথার অর্থ 'ক্ষরণ'। অর্থাৎ অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থি। বিজ্ঞানী ভিসালিয়াস ১৯৪৩ সালে এই গ্রন্থি প্রথম আবিষ্কার করেন। গ্রন্থিটির ওজন মাত্র ০.৫ গ্রাম। তবে যেসব স্ত্রী লোকেরা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেগ্রন্থিটির ওজন সামান্য বেশি হয়ে থাকে। এই গ্রন্থটি সব গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থিকে বলেন মাস্টার অফ এন্ডোক্রিন গ্রন্থি বা প্রভু.গ্রন্থি। এককথায় পিটুইটারি গ্রন্থি হল অন্তক্ষরা তন্ত্রের সম্রাট। পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি হরমোন নিঃসৃত হয়। এর মধ্যে বৃদ্ধির হরমোন হলো জি এইচ বা সোমাটোট্রপিক হরমোন(STH)। আসলে হরমোন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুব বেশি দিন খোলেনি। এখনো বহু অন্তক্ষরা গ্রন্থি ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যায়নি। খানিকটা সৌরজগতের গ্যালাক্সির মত। লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি আজও আবিষ্কার হয়নি। কত পৃথিবী যে শূন্য পথে ঘুরপাক খাচ্ছে— তার সঠিক কোন সংখ্যা মানুষের জানা নেই। শুধু চোখে হাই পাওয়ারের দূরবীন লাগিয়ে দিনের পর দিন চেয়ে আছে আকাশের দিকে। তার জন্য ব্যয়ও হচ্ছে সীমাহীন অর্থ। কিন্তু কী করা যাবে।

চলবে...

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী ব্লকের ৬ জন ছাত্র ছাত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনা জানালো গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন। গত ২৫ জুন মধ্যাহ্নে ব্লকের সভাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিকে ব্লকের মধ্যে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্তা (৪৭৮) চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আগমনী শী, দ্বিতীয় ঝাউডাঙা সম্মিলনী হাই স্কুলের পড়ুয়া সমীর সরকার (৪৭০), তৃতীয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী রিমি দাস (৪৬৮) এবং মাধ্যমিকে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী

সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্তা অনুস্কা দাস (৬৭৩) , ঠাকুরনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রচনা পাল (৬৭৩) এবং চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের অনুস্কা বিশ্বাসকে (৬৭০) মানপত্র, মেমেন্টো, কলম সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়।

এদিনের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বনগ্রাম মহকুমা প্রশাসক উর্মি দে বিশ্বাস, ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভা পতি ইলা বাক্চি, ব্লকের আই ডিও দেবাশিস দাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মধুসুদন সিংহ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য, জন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস, গাইঘাটার নবাগত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ, ছিলেন ঝাউডাঙা সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায়, ঠাকুরনগর বালিকার সহকারি প্রধান শিক্ষিকা ইতি রায় সহ পড়ুয়াদের কয়েকজন অভিভাবকও। এস ডি ও শ্রীমতী দে বিশ্বাস সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা কৃতি শিক্ষার্থীগনের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কমনা করেন। মহকুমা শাসক উর্মি দেবী পরবর্তী স্তরের পড়াশুনোয় আরোও মনযোগী হবার পরামর্শ দেন এবং সেই সঙ্গে আগামী দিনে এই সাফল্য অটুট রাখার আহ্বান জানান। ভবিষ্যতে কে কি হতে চায়? বিশিষ্ট জনদের এই প্রশ্নের উত্তরে আগমনি বিসিএস অফিসার, সমীর আর্মি অফিসার, রচনা ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্যরা ডাক্তার নার্স হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিডিও শ্রী সরকার শিক্ষার্থীদের যে কোন প্রয়োজনে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে অনুস্কা বিশ্বাসের কণ্ঠে দেশাত্ববোধক সংগীত এবং সঞ্চালক দেবাশিস দাসের প্রাসঙ্গিক ছড়া সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

যোগ শিক্ষাকে স্কুল সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২১ জুন দশম বার্ষিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন করে গোবরডাঙার অন্যতম রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সদস্যগণ। গোবরডাঙার মিলনী ক্লাবের হলঘরে আয়োজিত বিশ্ব যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক পলাশ মণ্ডল, প্রখ্যাত যোগ প্রশিক্ষক ও জাতীয় কোচ গনেশ পাল, বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, মলয় দাস, সমর বিশ্বাস, আশিস কুমার ঘোষ ও মিহির লাল চক্রবর্তী প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সভানেত্রী ঋতুপর্না মুখার্জী সহ সদস্যরা উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। জাতীয় কোচ ও প্রশিক্ষক গনেশ পাল বলেন, রোগ মুক্তির অন্যতম উপায় হল নিয়মিত যোগ চর্চা করে। যে সব রোগ কোন ঔষধে সারে না। নিয়মিয় যোগ চর্চা করলে সেই সমস্ত রোগের নিরাময় সম্ভব। সুস্থ্যদেহ ও সুস্থ্য মন রাখতে গেলে প্রতিদিন যোগ চর্চা করা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা নিয়মিত যোগ চর্চা করে দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন লাভ করেছেন। শরীর সুস্থ্য না থাকলে লেখা পড়া সহ কোন কাজই মনোযোগ দিয়ে করা সম্ভবপর নয়। প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট যোগ চর্চা করা আবশ্যিক। যোগের মাধ্যমে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে থাকে। তাই যোগ্য শিক্ষক গনেশবাবু ছোট বড় সকলকে 'যোগ কর, সুস্থ্য থাকো' এই আহ্বান জানান। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ বাবু ভালো অভিনয় এর জন্য নাট্যকর্মীদের যোগ চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে স্কুল সিলেবাসে যোগ চর্চা অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানান। এদিন পঞ্চাশ সদস্য যোগ চর্চায় অংশ নেন। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে অংশ গ্রহনকারী সকলের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত শিল্পী মিহির চক্রবর্তী ও আশিস ঘোষের গাওয়া সংগীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

গোবরডাঙায় নকসার ৫ দিনের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা ৫ দিনের এক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে। গোবরডাঙার নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী আয়োজিত কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন। থিয়েটারের অসাধারন পাঠ শীর্ষক নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন নকসার কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস। কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী ছোট বড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কর্মশালার শেষ দিনে কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষক দুলীন বাবুর জীবনাবসান

সংবাদ দাতা ঃ গাইঘাটা চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রথিত যশা শিক্ষক দুলীন কুমার দাম হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ জুন সকালে মধ্যমগ্রামের বাসভবনে শেষ

নিঃশাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৮। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর দুলীন স্যার ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। দীর্ঘ ৩২ বৎসরের কর্ম জীবন শেষে ১৯৯৬ সালে তিনি অবসর গ্রহন করেন। সে সময়টাই বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২২ জুন প্রয়াত দুলীন স্যারের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চাঁদপাড়া এলেকার স্যারের গুণমুগ্ধ ছাত্র প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকা ও এলেকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিদ্যালয়ের সহ কর্মী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। ছাত্রদের সাথে তিনি বন্ধুর মতো মিশতেন। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ছাড়াও বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা' প্রকাশে ও বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট।

গত ২৭ জুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে ও সহকর্মীগণের উদ্যোগে প্রয়াত স্যারের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকলে প্রয়াত শিক্ষকের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তিকামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ছাত্র দরদি শিক্ষক দুলীন বাবুর জীবন, কর্ম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তণ ছাত্র নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও স্যারের সহ কর্মী বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক চম্পক সরকার।

ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, প্রহৃত যুবকের নাম সালাম মন্ডল। বাড়ি বাদুড়িয়াথানার কেওশা এলাকায়। সে অনাথ ছেলে মেয়েদের জন্য চাল সংগ্রহ করে।

এরপরের ঘটনা ঘটলো গোপালনগর থানার মামুদপুর চারাতলা এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঐ যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সোমবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই যুবককে মারধর করা হয়নি। তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশ খবর পেয়ে উদ্ধার করেছেন।

তবে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যুবককে বসিয়ে রেখে ক্রমাগত চড় থাপ্পড় মারা হচ্ছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকালে সন্দেহজনকভাবে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই যুবক। তার নাম ও বাড়ি ঠিকানা জানতে চাওয়া হলেও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেনি। এরপরেই তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। সে মানসিক ভারসাম্যহীন। ওই যুবক গ্রামবাসীদের জানিয়েছে, শনিবার রাত বারোটা নাগাদ গাড়িতে করে কিছু লোকজন এসে তাকে এখানে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা বনগাঁ থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি, বলেন বনগাঁর ঠাকুর পল্লীর ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাইঘাটার বেড়িগোপালপুর এর ঘটনায় শনাক্ত করণের কাজ চলছে। গুজব যারা ছড়াচ্ছে, তাদের দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

বনগাঁ পুলিশ জেলায় কোন শিশু চুরির ঘটনা ঘটেনি। পুরোটাই গুজব। এই গুজব যালা ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Jahanbi Banik, স্বামী- Gour Chandra Banik, পিতা- Bhudhar Chandra Dutta, গ্রাম- শিমুলতলা, পোঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। আমার প্রকৃত নাম Jahanbi Banik উল্লেখিত হয়েছে আধার কার্ডে (9303 8526 4024), ভোটার কার্ডে (UEC2038503) এবং আমার পাসপোর্টে (Y8439425, issue date 18/08/2023)। আমার ছেলে Madhusudan Bonik, পিতা- Gour Chandra Bonik-এর পাসপোর্টে (L9081534, issue date- 16/05/2014) আমার নাম ভুল বশতঃ লেখা আছে Jahnnabi Banik। আমি গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২৪ তারিখে বনগ্রাম এক্সিকিউটিভ আদালতের ১৭১১নং এফিডেভিট বলে Jahanbi Banik ও Jahnnabi Banik এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

মধুসূদনকাটি সমবায়ে রক্ত দিলেন ৮৩ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের ঘাটতি দূর করতে বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে জেলা তথা রাজ্যের সেরা

গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ কর্তৃপক্ষ। গত ২৭ জুন সমিতির কক্ষে আয়োজিত শিবিরে ৮৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। বনগ্রাম জে.আর.ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ জি. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্তসংগ্রহ করেন। চাঁদপাড়ার বকচরা গ্রামের নব্য যুবক প্রানময় দেবনাথ এদিন জীবনের প্রথমবার রক্ত দান করেন। সমিতির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার ও সম্পাদক সমাজকর্মী দেবাশিস বিশ্বাস সকল রক্তদাতা ও আগত অতিথি বৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বিশ্ব যোগ দিবসে স্বপ্নচর এর আহ্বান নিয়মিত যোগ কর, সুস্থ্য থাকো

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ জুন নিয়মিত নাট্য চর্চার মাঝে স্বপ্নচর এর জলপাইগুড়ি শাখা মহাসমারোহে পালন করে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। স্বপ্নচর জলপাইগুড়ি শাখার শিশু কিশোরগণ শিক্ষিকা সুদীপ্তা দাসের তত্ত্বাবধানে দশম বার্ষিক বিশ্বযোগদিবসে যোগ চর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা শ্রীমতী দাস বলেন, যোগ চর্চা আত্ম নিয়ন্ত্রন, আত্ম বিশ্বাস, এবং স্বপ্রভুত্ব বাড়ায়, স্বাধীন বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সেই সঙ্গে শরীর ও মন এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে। সুদীপ্তা দেবী আরোও বলেন, নিজের মধ্যে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের একাত্ম অনুভবই যোগ। যা জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটায়। যে সব রোগ কোন ঔষধে সারে না, তা নিয়মিত যোগ চর্চার মাধ্যমে সেরে ওঠে। তাই বিশ্ব যোগ দিবসের

আহ্বান— যোগ কর, সুস্থ্য থাকো। এদিনের যোগ চর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেয় অনুপম রায়, আয়ুশি রায়, অঙ্কিতা ঘোষ, প্রিয়তমা রায়, অমৃতা ঘোষ, রিদম সূত্রধর, নন্দিনী দাস, গোবিন্দ মণ্ডল, ঈশান রায়, আদিত্য ভৌমিক, রাজদীপ রায়, লাকি সূত্রধর, প্রমুখ শিক্ষার্থীগণ।

সার্বভৌম সমাচার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৯১৩৪২২৮৫১৩

৯৬৪৭৭৯১৯৮৬ / ৮৯৭২৮০০০৮৪

গাছের চারা বিতরণ সমাজসেবি সংস্থার

নীরেশ ভৌমিক ঃ বসুন্ধরাকে স্বচ্ছ-সবুজ ও নির্মল করে তুলতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বৃক্ষ

রোপন ও বৃক্ষচারা বিতরণ কর্মসূচী পালন করে আসছে জেলার অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা বারাসাত ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল সোসাইটির সদস্যগণ। পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের বনদফতরের সহযোগিতায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও তারা বারাসত ১ ব্লক এর কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছিয়া গ্রামে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালন করেন। শুধু বৃক্ষ রোপন নয়, চারাগুলিকে নিয়মিত পরিচর্যা করে বড় করে তোলার আহ্বানও জানান সংগঠনের সদস্য সমাজকর্মীগণ।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্সব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

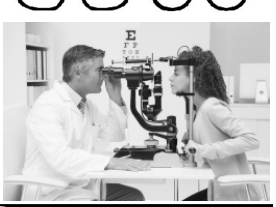

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মোঃ 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

সিমলায় নাটক করে এল শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠী

নীরেশ ভৌমিক ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী সম্প্রতি নাটক করে এল হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। সেখানকার গাইতি থিয়েটার হলে নাট্য মিলন গোষ্ঠীর কুশীলবগণ তাঁদের মঞ্চসফল নাটক 'রণভূমি' (হিন্দু প্রেডাকসন) নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। হিমাচল প্রদেশ ছাড়াও রাজস্থান, গুজরাট, ছত্তিশগড় প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আসা নাট্যকর্মী সহ উপস্থিত দর্শক সাধারন নাটকটির ভূয়ষী প্রশংসা করেন। যার ফলে নাটকটি জাতীয় স্তরেও জায়গা করে নিতে পেয়েছে। নাটকটির নাট্যকার ও নির্দেশক দিলীপ ঘোষ জানান, নাটকের বিষয় বস্তুতে দেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধের বীজ লুক্কায়িত আছে, যা সকল দেশবাসীর অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়টি উদ্যেক্তাগণ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যপ্রেমী দর্শক সাধারন দারুনভাবে গ্রহন করেছেন। পরিচালক শ্রী ঘোষ বলেন, বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে পাওয়া এই সম্মান আমাদের নাট্যদলের একটি পরম প্রাপ্তি। নাটকটির মুখ্য চরিত্রে লেঃ জেনারেল আদিত্য নারায়ন চৌধুরীর ভূমিকায় দিলীপ ঘোষ, প্রমীলা দেবীর চরিত্রে মাধুরী ঘোষ সমতা বজায় রেখে অভিনয় করেছেন। এছাড়া চরিত্রানুযায়ি অভিনয় করেছেন ধীরেশ্বরের চরিত্রে অজয় সর্দার, নীরুর চরিত্রে শ্রাবনী সর্দার, অরু বিউটি সর্দার

সহ অন্যান্যরা। এছাড়া মলয় বিশ্বাসের আলো এবং বাপী দাসের আবহ নাটকটিকে সমবেত দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। জাতীয় স্তরে একটি জায়গা করে নিতে পেরে স্বভাবতই খুশি হাবড়া মিলন গোষ্ঠীর সকল নাট্যকর্মী ও কুশীলবগণ।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন

আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স

কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**